শরৎ বানীচিত্র নিবেদিত
শরৎচন্দ্রের
বড়দিদি
কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

ভূমিকায় :

সন্ধ্যারাণী
উত্তমকুমার
দীপ্তি রায়, মঞ্জু দে
ছায়াদেবী, তপতী
ঘোষ, মেনকাদেবী
সন্ধ্যাদেবী, অজন্তা
কর, মণিকা ঘোষ
কমলা দাস, শান্তাদেবী
ও
রূপা গাঙ্গুলী

●

ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী
সান্যাল, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
জীবেন বসু, প্রশান্তকুমার
অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী
তুলসী লাহিড়ী, শিবকালী
নৃপতি, শীতল, প্রীতি, গোপাল
খগেন পাঠক, শম্ভু চট্টো
নির্ম্মল চক্র, অসিত, মাঃ সজল
সুশীল চক্র, মাঃ শ্যামল
মাঃ প্রদীপকুমার ও ট্রোজান প্রিন্স

পরিবেশক :

কালিকা ফিল্মস্
প্রাইভেট লিঃ

শরৎ বাণী চিত্রের নিবেদন

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের

'বড়দিদি'

চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
হীরেন নাগ
চিত্রশিল্পী ও পরিচালনা : অজয় কর
সঙ্গীত পরিচালনা : অনিল বাগচী
তত্ত্বাবধান : বিমল ঘোষ
প্রযোজনা : অমল চট্টোপাধ্যায়
করুণাসিন্ধু পালিত
শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দ্দেশ : কার্ত্তিক বসু
রূপশিল্পী : শৈলেন গাঙ্গুলী
পটশিল্পী : রামচন্দ্র সিণ্ডে
ব্যবস্থাপনা : মহাদেব সেন
সহকারী পরিচালনা : হীরেন নাগ
ভূপেন রায়, নরেশ রায়

সহকারী :

শব্দযোজনায় : হৃষি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : প্রতুল রায় চৌধুরী
সুরশিল্পে : শৈলেন রায়
চিত্রশিল্পে : বেবী ইসলাম, রুণু ঘোষ
পরিতোষ গুপ্ত, কানাই দে
শিল্পনির্দ্দেশে : শচীন মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়
পটশিল্পী : বলরাম, নবকুমার
সত্যব্রত
সাজসজ্জায় : বৈজরাম শর্ম্মা
ব্যবস্থাপনায় :
প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, মণি নন্দী
রামপ্রসাদ সাউ, কেষ্ট দে
অনিল দে, বদু
আলোকসম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী
সুধীর, অভিমন্যু, দুঃখীরাম, অবনী
লক্ষীকান্ত, সুদর্শন
প্রচার-সচিব : ফণীন্দ্র পাল
সহকারী : দেবকুমার বসু
স্থিরচিত্র : সাংগ্রিলা
পরিচয়-লিখন : রতন বরাট
প্রচার অঙ্কন : শিল্পী, পূর্ণজ্যোতি
আর্টিষ্ট সারকেল, আলপনা,
এস-বি-কনসার্ণ, জে-এল-কে
শৈলেন দে, গণেশ দাস, এইচ-এল
গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার :

সীতানাথ মুখোপাধ্যায়
আমীর সিং, রাধা ফিল্মস ষ্টুডিও
কো-অপারেটিভ বুক ডিপো
বেঙ্গল বুক হাউস, রায় ইলেকট্রিক
গ্লোব নার্শারী, অনুশীলন এজেন্সী
ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও এ গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে
পরিস্ফুটিত

কাহিনী

বল বুদ্ধি সুরেন্দ্রনাথের সবই আছে। কিন্তু অত্যন্ত অন্যমনস্ক তাহার স্বভাব। এক কথায় তাহার কোন আত্মনির্ভরতা নাই।

এক বন্ধুর পরামর্শে অনুপ্রেরিত হইয়া সুরেন্দ্র পিতার নিকট বিলাত যাইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু কখন যাইতে হয়, কখন কি করিতে হয় যে জানে না তাহাকে একলা বিলাত যাইতে দিতে তাহার বিমাতা আপত্তি জানাইলেন।

রাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী হইতে লুকাইয়া পলাইয়া কলিকাতায় আসিল। কলিকাতায় আসিয়া দৈবক্রমে সে জমিদার ব্রজনাথ লাহিড়ীর বাড়ীতে আশ্রয় পাইল ও ব্রজনাথের সাত বছরের মেয়ে প্রমীলার গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইল।

ব্রজ বাবুর বড় মেয়ে মাধবী সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী; মাধবী যুবতী, মাধবীবিধবা। যাহার যাহা চাই মাধবীর নিকট চাহিলেই পায়। সবাই কহে মাধবী, সবাই বলে 'বড়দিদি'। সুরেন্দ্রনাথ মাধবীকে কখনও দেখে নাই সেও বলে 'বড়দিদি'। কলিকাতা আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ এমন একটি নির্ভর করিবার মত লোক পাইয়াছে যে বিমাতার মত শাসন করে না, অন্তরাল

হইতে না বলিতেই প্রয়োজন মত সবই পাঠাইয়া দেয়।

সুরেন্দ্রনাথের প্রয়োজনের ধরণটা স্বতন্ত্র। কখনও কম্পাস চাহিয়া পাঠায় কখনও প্রয়োজন হয় চশমার।

এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা, খাইতে দিলে খায় না দিলে খায় না, এ সকল মাধবীর নিকট বড় রহস্যময় মনে হয়। সেইজন্য একটি অজ্ঞাত করুণাচক্ষু এই অজ্ঞাত মাষ্টার মশাইটির দিকে সর্বদা পড়িয়া থাকে।

বিধবা মাধবী। মনের অঙ্গনে যত ফুলই আজ ফুটুক সে ফুলের মালা গাঁথিয়া আর যে কাহাকেও সমর্পণ করা চলে না। তাহার দুর্বলতা লইয়া চাকরদাসীরা হাসি-ঠাট্টা করে। মাধবীর সহ্য হয় না। প্রমীলাকে ঠিকমত কেন পড়াইতেছেনা এই জন্য সুরেন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎ দাবী করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ পথে বাহির হইয়া পড়ে।

চশমাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ চোখে ভাল দেখিতে পায় না। পথে আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ গাড়ী-চাপা পড়িয়া হাসপাতালে আশ্রয় পায়। আহত সুরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া উঠিলে দেশে পিতার সহিত ফিরিয়া যায়।

পাঁচ বছর পরে, সুরেন্দ্রনাথকে লালতাগাঁয়ের জমিদার রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার বিবাহ হইয়াছে। এখনও সেই বৈরাগ্য, সেই অন্যমনস্কতা—কি যেন রাত্রিদিন ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ জীবনে কখনও বড়দিদিকে চোখ ভরিয়া দেখে নাই। তবু তাহারই কথা ভাবে।

আর পিতার মৃত্যুর পর মাধবী সংসারের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইয়া সুদুর পল্লীগ্রামে গোলাগাঁয়ে স্বামীর ভিটায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সে জানিত না যাহার চিন্তা আজ তাহার মনকে সর্বাধিক অধিকার করিয়া আছে, সেই সুরেন্দ্রনাথই গোলাগাঁয়ের জমিদার।

গাড়ী চাপা পড়িয়া আহত হইবার পর হইতেই সুরেন্দ্রনাথের বুকের চোট একেবারে সারে নাই। বরং

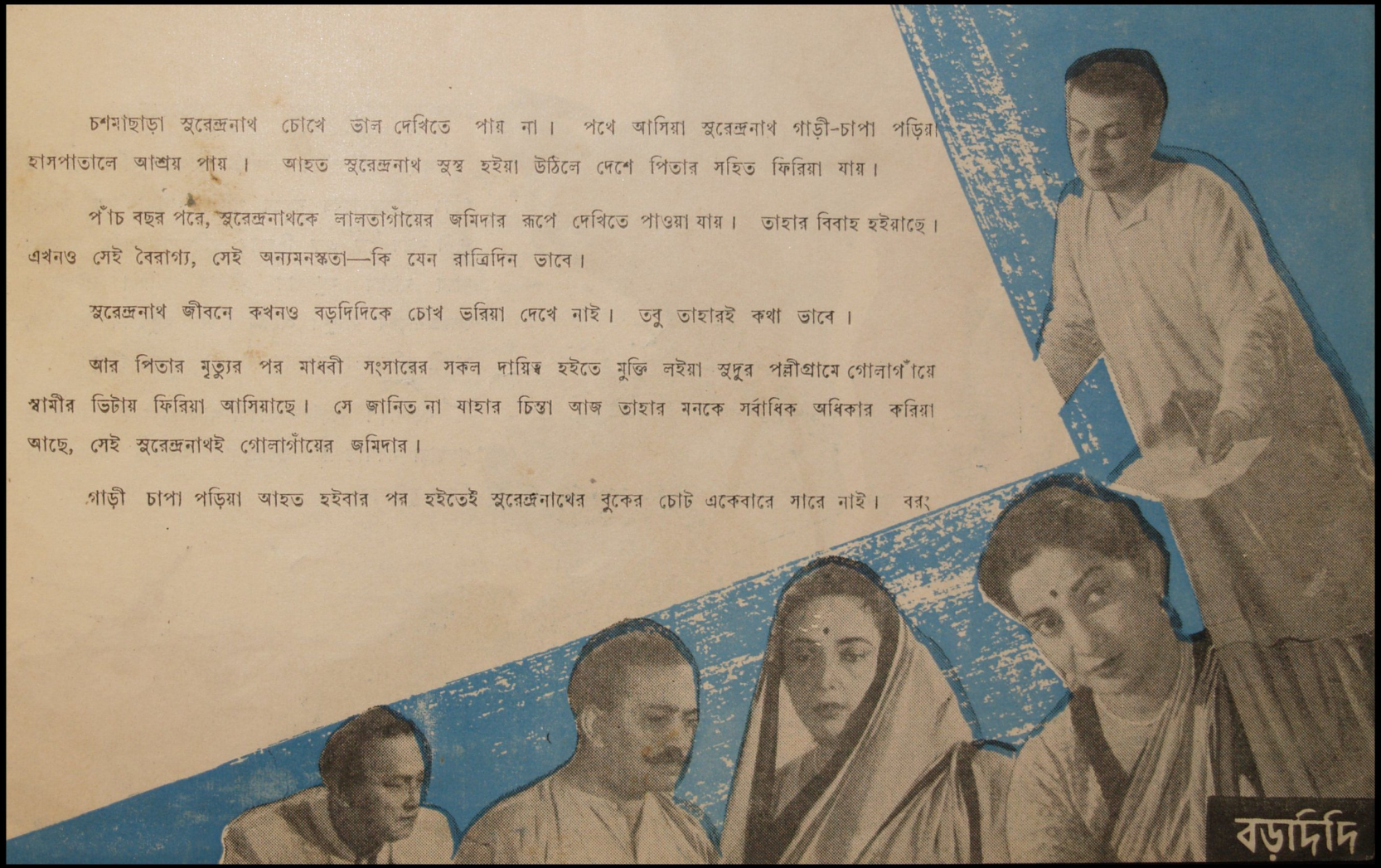

উত্তরোত্তর আরও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে।

অসুস্থ দেহ লইয়া জমিদারী কাগজ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের নজরে পড়িল গোলাগাঁয়ে মাধবী দেবী নামে কে এক বিধবার জমিজমাযথাসর্বস্ব খাজনার দায়ে নায়েব মথুরনাথ নীলাম করিয়া লইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে মথুরনাথ জানাইল, মাধবী কলিকাতার ব্রজনাথ লাহিড়ীর বিধবা কন্যা।

বড়দিদি! বড়দিদি-মাধবী আজ তাহারই জমিদারীতে গৃহহারা সর্বস্বান্ত! সুরেন্দ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে গোলাগাঁয়ের দিকে ছুটিলেন—

গান

[১]

(মনোরমার স্বামীর গান)

আজি পরান কুঞ্জবনে প্রণয় গুঞ্জরণে
মিলন লগ্ন সখি জাগে।
আজি মিলন লগ্ন সখি জাগে॥
বুঝি, মোহন কৃষ্ণঅলি
শ্রীমতী পদ্মকলি
রাঙাল ফুল্ল অনুরাগে
আহা, রাঙাল ফুল্ল অনুরাগে॥

[২]

রাধে,—
রাধে, হৃদয় রতনে হৃদয়ে যতনে
কত না লুকাতে চায়
কত না লুকাতে চায়
তবু আঁখির পলকে বিজুরী ঝলকে
অলখে জানায়ে যায়,
তবু, অলখে জানায়ে যায়।
যেন, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী
রাইধনী বিনোদিনী—
তাই, সখিরে লিপি পাঠায়॥

[৩]

[বাঈজীর গান]

বেদরদী পিয়া, কদর নাহি জানে,
আমি কাছে কাছে তবু
সে যে দুরে দুরে—
মিছে মায়ামৃগ পিছে
মরি ঘুরে ঘুরে—
উদাসী চাঁদের লাগি
পিয়াসী চকোরী
যেন গো দীপের তলে
ছায়া আছে পড়ি
অলির খেয়ালে কলি
কাঁদে অভিমানে॥
বেদরদী পিয়া কদর নাহি জানে॥
যত হেরি বাড়ে আশা
তত ভীরু ভালবাসা—
নিতি নিতি মোরে যেন
তারি পানে টানে—
বেদরদী পিয়া কদর নাহি জানে॥

[৪]

ওদয়াল গো,
তারে পাইলাম তবু
কপাল দোষে
পাওয়া সইল না।
মনের কথা করলাম সুরু
সাঙ্গ হইল না॥
পাষানে বুক বান্ধি এখন
মিছেই কান্দা রে
চোখের পানির দাম দিত সে
হারাইল আন্ধারে
(এখন) তুমি ছাড়া কেউ ত আমার
আপন রইল না॥
মনের কথা করলাম সুরু
সাঙ্গ হইল না।
ও দয়াল গো— দয়াল গো—

কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড, কর্ত্তৃক ৩১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

বড়দিদি

এমকেজি প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন